গল্প - অপহরণ আহমেদ সাবের

-১-

মীরপুর এগার নম্বরের এ' এলাকা শাড়ীর কারখানার জন্য বিখ্যাত। কাতান শাড়ীর জমজমাট ব্যাবসা। তাঁত চলছে দিন রাত, ঠক ঠক। অনেক বিহারী পরিবার কাজ করে এসব কারখানায়। জগাখিচুড়ী বাংলায় গল্পগুজব চলছে হরদম।

শাড়ী পাড়া পেরিয়ে একটা ছোট নালার মত। তারপর গোটা দুয়েক ভাতের হোটেল, একটা দর্জির দোকান আর গোটা দুয়েক শব্জির দোকান। পাশে একটা ড্রেন পেরিয়ে একটা অর্ধ-সমাপ্ত ঘর। উপরে টিনের চালা দিয়ে কোনমতে থাকার ব্যাবস্থা হয়েছে।

সকাল ন'টা। ঝম ঝম বৃষ্টি হচ্ছে। স্যাম ঘুম থেকে উঠলো। স্যাম 'এর ভাল নাম জামসেদ আলী। বয়স সাতাশ। ব্যংকক, সিঙ্গাপুর স্যামসোনাইট ব্রিফকেশ নিয়ে দৌড়াদৌড়ির বিজনেস ছিল। সে থেকে নাম হয়েছিল, স্যামসোনাইট আলী, সংক্ষেপে স্যাম। এক সময় অবস্থা মোটামুটি ভালই ছিল। বাইর থেকে কাপড় চোপড় এনে এলিফ্যান্ট রোডের দোকানে দিত। ভাল আয় হত। বছর দু-তিন ব্যাবসা খারাপ যাচ্ছে, বেশ খারাপ। বলতে গেলে বন্ধ। সব জিনিষ এখন ঢাকাতেই পাওয়া যায়, মানুষ বাইরের জিনিষ কিনবে কেন বেশী দামে? আর যাদের টাকা আছে, তারা কথায় কথায় ব্যংকক, সিঙ্গাপুর, দিল্লি, কোলকাতা চলে যায়। মাঝখানে ডলার, রিয়াল ভাঙ্গনোর ব্যাবসা শুরু করেছিল সোনালী ব্যাংক 'এ। কিন্তু, বসবার খরচ, রাঘব বোয়ালদের ভাগ দেবার পর হাতে তেমন কিছু টিকেনা বলে সেখানে আর বসছে না। তবে, ব্যাক্তিগতভাবে টুকিটাকি এখনো চালিয়ে যাচ্ছে।

স্যাম ঘুম থেকে উঠে বিছানায় বসেই দাঁত মাজলো ঘ্যাস ঘ্যাস করে। গ্লাসে পানি নিয়ে বারান্দায় গিয়ে মুখ ধুলো। এ' বাসাটার ভাড়া কম, কিন্তু সমস্যা হলো, পানির লাইন নাই বলে বাইর থেকে পানি আনতে হয়। বাথরুম আছে বটে, তবে না থাকার মত। পানি সমস্যার কারনে এ বাসার বাসিন্দারা ও দিকটা পারত পক্ষে এড়িয়ে চলে।

এ' বাসার মূল বাসিন্দা হলো, ক্যানভাসার কাম যাদুকর আক্কাস আলী, বয়স চল্লিশ। গ্রাম সুবাদে আক্কাস আলীকে স্যাম মামা ডাকে। আক্কাস আলীর অতীত জীবন বড় বিচিত্রময়। এক সময় সার্কাসে কাজ করতো, পরে কিছুদিন পকেটমারদের সাথেও কাজ করেছে।

এক রুমের এ বাসার এক কোনায় আক্কাস আলীর দাঁতের মাজনের কারখানা। প্রস্তুত প্রনালী খুব সহজ। বাজারে চালু মাজনের রি-প্যাকিং। পাইকারী দামে কিনে, এক বোতলকে ভেঙ্গে চার বোতল করা, বাড়তি চক পাউডার, রং আর ম্যান্থল মিশিয়ে। বোতল আর লেবেল আসে নিয়মিত জোগানদারের কাছ থেকে।

আক্কাস আলীর দাঁতের মাজন বিক্রির কাজ শুরু হয় দুপুরের পর থেকে। সকালের দিকে সবাই থাকে অফিসের তাড়ায়, লোক জমে না। দুপুরের পর খালি যায়গা খুঁজে দখল নিতে হয়, যাদু দেখিয়ে লোক জড়ো করতে হয়। তার পর চলে দাঁতের মাজন বিক্রি। কোন কোন দিন, রাত অব্দি।

স্যামের বাসা ছিল মুগদা পাড়া। মোটামুটি ভালই ছিল বাসাটা। ব্যাবসার অবস্থা খারাপ হবার সাথে সাথে বাড়ী ভাড়া বাদ পড়তে লাগলো আর সাথে সাথে বাড়ীওয়ালার মেজাজের ব্যারোমিটারের পারদও উপরে উঠতে লাগলো। শেষে আর টিকতে না পেরে চার মাসের বাসা ভাড়া বাকী রেখে পালিয়ে এসে আক্কাস আলীর ঘাড়ে ভর করেছে। আক্কাস আলী স্যামকে পেয়ে দারুন খুশী। পাসপোর্ট জাল করার ব্যাবসায় নামার ইচ্ছা আছে ওর। কিন্তু লেখাপড়ার দৌড় কম বলে এগুতে পারছেনা। সেই না পারার সীমাবদ্ধতা সে স্যামকে দিয়ে কাটিয়ে উঠতে পারবে বলে ওর বিশ্বাস।

সকালে বৃষ্টি দেখে মনটা খারাপ হয়ে যায় স্যামের। মোবারক আলীর কাছে যাওয়ার দরকার ছিল পুরানা পল্টনে। একটা পার্টির কিছু ক্যাশ ডলার দরকার। আগের অবস্থা থাকলে একটা স্কুটার ধরে শাঁ করে চলে যেত। এখন বাস ধরতে গেলেও সাত বার চিন্তা করতে হয়। মোবারক আলীর কমিশন, আসা যাওয়ার খরচ, সব ধরে হাতে কিছু থাকবে না। সে শুয়ে শুয়ে, যাবে কি যাবে না ভাবতে ভাবতে গতকালের একটা পত্রিকার পাতায় চোখ বুলাতে থাকে। এ' বাড়ীতে পত্রিকা রাখা হয়না। আক্কাস আলী কোথা থেকে নিয়ে এসেছে পত্রিকাটা গতকাল। খবরের শেষ নাই। যাত্রাবাড়ীতে ওভারব্রীজ হচ্ছে, হাসিনা-খালেদা দ্বন্দ্ব, ছিনতাই, র‍্যাবের ক্রস ফায়ার, যুবক অপহরণ-মুক্তিপন দাবী।

না, একটা কিছু করা দরকার এবং খুব শীঘ্রই দরকার। আক্কাস আলী ভদ্রতা করে আর কতদিন খাওয়াবে? বেচারার নিজেরই নূন আনতে পান্তা ফুরায় অবস্থা। সব কিছুরই একটা সীমা আছে। হানিফের ভাতের হোটেলে পাঁচশ' টাকার উপর বাকী। ওর চেহারাই বলে দিচ্ছে, সে বেশ বিরক্ত। কোন দিন হোটেলের বেয়ারা গুলো বলে বসে, 'স্যার, মালিক আপনেরে ভাত দিতে মানা করছে।' কিংবা একটা খালি প্লেট ঠক করে সামনে রেখে বলবে, 'টাকা যেমন, ভাতও তেমন। নেন, খান।'

বাড়ী ভাড়া, টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, কর্মখালী ....। স্যাম প্রতিটা কর্মখালী বিজ্ঞপ্তি খুটিয়ে খুটিয়ে পড়ে। 'না, বি,এ পাশ না হলে আজকাল পিয়নের চাকরীও নাই। ঝাড়ুদারের চাকরী, তাও চায়, উচ্চ-মাধ্যমিক পাশ। আর যা বেতন, সাত দিনের সিগারেটের পয়সাও নয়।'

শোক সংবাদ, বৃত্তি পাইয়াছে, বিদেশ গামী-দোয়াপ্রার্থী, বিক্রয়, বাড়ী ভাড়া, ফিরে এসো, টিউশান, সিনেমা, টেলিভিশন ....।

আক্কাস আলী ঘুম থেকে উঠে গেছে। নাক চেপে বাথরুমে ঢুকে গেছে। বেরিয়ে বাইরে বালতিতে ধরা বৃষ্টির পানিতে ঝপঝপ করে গোসল করে ফেললো। ঘরে ঢুকেই বললো, 'ভাইগনা নাস্তা খাইছ?'

স্যাম বিছানায় শুয়ে ছিল। আড়মোড়া ভেঙ্গে উঠে বললো 'না মামু, তোমার লাইগা ওয়েট করতাছি।'

আক্কাস আলী ছাতা নিয়ে বেরিয়ে গেল। একটু পরই ফিরলো হানিফের হোটেল থেকে নাস্তা নিয়ে, রুটি আর ভাজি।

'ভাইগনা, দিনকে দিন বিক্রি কমতাছে। তোমারে যে ভাল মন্দ কিছু খাওয়ামু, তাও পারতাছিনা। কি যে করি?'

'মামু, তুমি যে আমারে থাকবার যাগা দিছ, এটাই বেশী; ভাল মন্দ খাওয়ানোর চিন্তা করন লাগবো না। তোমার ঘাড়ের উপর বইসা খাইতে শরম করে। কিন্তু কি করুম? বিজনেস লাটে উঠলো।'

'ছি ছি, কি কও ভাইগনা! তোমার বাপের কত খাইছি ছোড কালে। তুমি আর তোমার দোস্তরা না থাকলে পল্টনের যায়গাডা থেইকা শয়তান গুলান আমারে কবে ভাগাইয়া দিত। তোমাগো ডরে কিছু

কয়না। যায়গাডা আছে বইলাই দুই পইসা কামাইয়া খাইতাছি। না হইলে কোনদিন ব্যাবসা পাতি বন্ধ কইরা না খাইয়া মরন লাগতো।'

'এইডা কোন কথা হইলো মামু? রিজিকের মালিক আল্লা।'

'তা হইলে আর খামাখা আমার ঘাড়ের উপর বসনের কথা কও ক্যান? তবে ভাইগনা দাঁতের মাজন বেইচা আর পোষাইবনা, বড় কিছু ধরন লাগবো। পাশপোর্ট জাল করনের ব্যাবসায় নাকি মেলা লাভ।'

স্যাম কোন উত্তর না দিয়ে খেতে থাকে চুপচাপ।

- ২ -

আক্কাস আলী চলে গেছে ওর কাজে। স্যাম আবার একা। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে এখনো। ছিনতাই, র‍্যাব, অপহরণ, কথা গুলো জপমালার মত ঘুরে ঘুরে আসতে থাকে ওর মনে। অপহরণ... অপহরণ। কারা এক ব্যাবসায়ীকে আটকে রেখে দশ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবী করেছে। কাউকে অপহরণ করে মুক্তিপন আদায় করতে পারলেই ঝামেলা শেষ।

কিন্তু অপহরণ কি চাট্টিখানি কথা। একটা জলজ্যান্ত মানুষকে ধরে নিয়ে যাওয়া, আটকে রাখা। ওরে বাবা! হাত পা হিম হয়ে আসে স্যামের। তার চেয়ে না খেয়ে থাকাও ভাল।

টিং.. টিং.. টিং.., মোবাইল বাজছে। ত্রিং করে লাফিয়ে উঠলো স্যাম।

'হ্যালো, 'হ্যালো..'

'কি ব্যাপার, তুমি আসলা না,' ওপারে মোবারক ভাইএর গলা।'আমি এদিকে বাসায় বইসা আছি তোমার লাইগা।'

'শালা মিথ্যুক।' মনে মনে গালি দেয় স্যাম। তারপর গলার সুর নরম করে বলে, 'মোবারক ভাই, আমি যদি কিছু নাই পাইলাম, তবে এই বিষ্টি বাদলার দিনে কষ্ট কইরা লাভ কি? অন্ততঃ আমার আসা যাওয়ার খরচ টা দেন।'

'বাঙ্গালীদের এ-ই দোষ, আঙুল ফুইলা কলাগাছ হইতে চায়। তোমারে আমি ডলারে দশ পয়সা দিতাছি। মাউড়ারা ডলারে এক পাইলেই খুশীতে ডিগবাজী দিত।'

'মোবারক ভাই, একটু বাড়ান। আমার খরচটা ...।'

কথাটা শেষ করতে পারেনা স্যাম। টুক করে ওপার থেকে মোবাইল অফ করে দেয়ার শব্দ আসে।

'শালা হারামজাদা।' অন্ধ আক্রোশে ফুলতে থাকে স্যাম। তুমি পাইবা ডলারে এক টাকার উপর, আর আমারে দশ পয়সা দিতে কষ্ট লাগে। কলাগাছ হইতাছি আমি না তুমি?'

ছিনতাই, অপহরণ, ছিনতাই, অপহরণ কথা গুলো বার বার ঘুরে আসতে থাকে ওর মনে। অপহরণ... অপহরণ। কিন্তু কেমন করে? ছিনতাই, অপহরনের জন্য নিদেন পক্ষে একটা পিস্তল দরকার, একটা ছোট খাট দল দরকার। ওর কিছুই নেই। শুধু হাতে কি এসব করা সম্ভব? এ চিন্তাটাও নেহাৎ পাগলামী।

বিছানায় শুয়ে আবার পুরানো পত্রিকায় চোখ বুলাতে থাকে স্যাম, শোক সংবাদ, বৃত্তি পাইয়াছে, বিদেশ গামী-দোয়াপ্রার্থী, বিক্রয়, বাড়ী ভাড়া, ফিরে এসো... এক যায়গায় এসে চোখ আটকে যায় তার। একটি বিজ্ঞাপন -

<u>ফিরে এসো</u>

বাবা শুভ্র, তুমি যা চেয়েছ,
তা দেয়া হবে। ফিরে এসো।

বার বছর বয়সের এ' ছেলেটির
কোন সন্ধান পেলে নীচের ঠিকানায়
যোগাযোগ করুন। ছেলেটির ভাল নাম
- আজিজুল হক, গায়ের রং ফর্শা,
কথায় চট্টগ্রামের আঞ্চলিক টান আছে।
সন্ধানদাতাকে পুরস্কৃত করা হবে।
ইতি ....

নীচে একটা ঠিকানা আর মোবাইল নাম্বার দেয়া।

পুরস্কার, পুরস্কার ... কথাটা মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে স্যামের। ছেলেটার সন্ধান পেলেও একটা গতি হয়ে যায়। পুরস্কারের দান টা যদি ভাল হয়, তা হলে তো কথাই নেই।

না সময় নষ্ট করা যাবে না। দেরী হলে মাঝখান দিয়ে অন্য কেউ ওর আগেই কাজে নেমে পড়তে পারে। তা হলে দান টা ফস্কে যাবার সম্ভাবনা আছে। আক্কাস আলী বাসায় থাকলে সুবিধা হতো। লোকটার নানা অভিজ্ঞতা আছে। আগে পকেটমার ছিল। গ্যাং'এর অনেকের সাথে এখনো যোগাযোগ আছে। ওদের নেট ওয়ার্কটা কাজে লাগানো যেত। তারপর লোকটা রাস্তায় খেলা দেখায়। ওখানে ছেলে পিলেরা দল বেঁধে ভিড় করে। ওসব ভিড়ের মধ্যে শুভ্র বাবাজীর সন্ধান মিলে যাওয়া অসম্ভব কিছু নয়।

টুক টুক করে মোবাইলের বুতাম টিপতে থাকে স্যাম। ভাগ্য ভাল, মোবাইল টা এখনো আছে। আর কতদিন থাকবে কে জানে?

ক্রিং ক্রিং শব্দ হচ্ছে। স্যাম মোবাইল কানে চেপে বসে আছে।

'হু ইজ দিস? কি চাই?' ওপার থেকে বাজখাই গলার শব্দে থত মত খেয়ে গেল সে।

'আমি ... আমি ... স্যার স্যা.., মানে জমসেদ আলী বলছি।'

'আই নো নো জামসেদ। কোন জামসেদ? কি চাও?'

'স্যার, আমাকে চিনবেন না। আমি শুভ্রের ব্যাপারে ....'

ওপারে সুর নরম হয়।'কি, পেয়েছ ওকে? কোথায়?'

'না স্যার পাইনি, তবে চেষ্টা করে দেখতে চাই।'

'হো হো হো। এমেচার গোয়েন্দা? ঢাকা শহরের পুরা পুলিশ ফোর্স নেমে পড়েছে। আর তুমি এসেছ এমেচার গোয়েন্দাগিরি দেখাতে।'

'স্যার, চেষ্টা করতে তো দোষ নাই। কি পুরস্কার দিবেন, সেই টা বলেন। চেষ্টা করে দেখি। কষ্ট করলে মিষ্টি মিলেও যেতে পারে, কপালে থাকলে।'

'ওকে মিঃ জামসেদ, যদি ওকে খুজে পাও আমরা তোমাকে দশ হাজার টাকা দেব। নাউ ট্রাই ইওর লাক।'

স্যাম অনেকক্ষন ধরে কথা বলে শুভ্র সম্পর্কে যা জানার জেনে নিয়ে মোবাইল অফ করে দেয়।

রাতে আক্কাস আলীর কাছে শুভ্রের কথাটা পাড়ে সে।

'মামু, এই পোলাডারে খুইজা দিলে দশ হাজার টাকা দিব। কি কও, নাইমা পড়ুম?' পত্রিকার পাতাটা এগিয়ে দেয় স্যাম।

মনযোগ দিয়ে বিজ্ঞাপনটা কয়েকবার পড়ে আক্কাস আলী।

'ভাইগনা, তোমার মাথা খারাপ হইছে। ঢাকা শহরে মানুষে গিজ গিজ করতাছে। এর মধ্যে তুমি ওই ছেমড়ারে কেমনে খুঁজবা? আর পুলিশ কি আঙুল চুশবো? খামাখা কষ্ট আর পয়সা খরচ করবা বিনা কামে। আর পোলাডা হারাইছে, না কিডনাপ হইছে কে জানে। তারচে তোমারে একখান বুদ্ধি দি। দশ হাজার না. দশ লাখ টাকা মিলবো।'

- ৩ -

কলাবাগানের চার তলা বাড়ীটার দো তালায় পরামর্শ সভা বসেছে। সময় রাত নটা।

বাড়ীর মালিক, পুলিশের প্রাক্তন ও,সি জনাব বায়েজীদ খান, যিনি সবার কাছে ও,সি খান বলে পরিচিত, এক কোনায় বসে চশমার কাঁচ মুছছেন মনযোগ দিয়ে। বাড়ীর গিন্নি জাহানারা বেগম শাড়ীর আঁচলে চোখ আর নাক মুছতে মুছতে স্বামীকে গঞ্জনা দিচ্ছেন।

'তুমি কোন কাজের না। ছেলেটা হারিয়ে গেল চার দিন হলো। আমার কথায় নার্গিস ছেলেটাকে আমার কাছে পাঠালো। ঢাকায় খালার কাছে থেকে লেখা পড়া করবে। এক মাসের মধ্যে ছেলেটা লা পাত্তা। আমি এখন নার্গিসের কাছে মুখ দেখাব কি করে?'

'ওনলি ফোর ডেস, এরি মধ্যে ....'

'থাম,' ঝামটা দিয়ে উঠেন জাহানারা বেগম।'তোমার কাছে ফোর ডেস কিছুই না। তুমি নাকি আবার পুলিশের ও,সি ছিলে। তোমার আন্ডারে নাকি কয়েক ডজন পুলিশ কাজ করতো। তোমাদের মত অপদার্থরা ছিল বলেই পুলিশ বিভাগের এই অবস্থা। চার দিন হয়ে গেল, একটা খবর পর্য্যন্ত আনতে পারলেনা। ছেলেটা কোথায় আছে, কি খাচ্ছে, কোথায় শুচ্ছে? '

'মা, দোষ টাতো তোমারই। শুভ্র একটা বিড়াল রাখতে চাইলো, তুমি রাখতে দিলে না বলেই তো ...।' বললো নীলা।

'বিড়ালের পেছনে লেগে যদি পড়াশুনা না হয়।'

'এখন কি হলো?' আবার বলে নীলা।

'ও ফিরে আসুক, ও যা চায় তাই দিব।' ফোঁফাতে ফোঁফাতে বলেন জাহানারা বেগম।

ক্রিং ক্রিং করে টেলিফোন বেজে উঠলো, নীলা ধরলো।

'হ্যালো, কে, ছোট খালা? কেমন আছ?'

'আমরা তো ভাল, কোন খবর পেলি?'

'না খালা, মাকে দিব?'

'না না, শুভ্রের খবরের জন্যই ফোন করলাম। আসতে চেয়েছিলাম। কাজী পাড়ার ওদিকটায় দারুন ট্রাফিক জ্যাম। মীরপুর থাকার অযোগ্য হয়ে যাচ্ছেরে দিনকে দিন। সারাক্ষন ট্রাফিক জ্যাম। বেরুনোর উপায় নাই। রাখি রে নীলা। নিশু কান্নাকাটি শুরু করেছে। খাবার দিতে হবে।'

নীলার ছোট খালা ফোন রেখে দিলেন।

'পিয়াল কি বললো?' জাহানারা বেগমের প্রশ্ন।

'শুভ্রের কথা জিজ্ঞেস করলো, মা।'

ক্রিং ক্রিং করে আবার টেলিফোন বেজে উঠলো, নীলা ধরলো।

'বাবা, তোমার ফোন।'

'হ্যালো' বায়েজীদ সাহেব এসে ফোন ধরলেন।

'স্যার, লোক লাগিয়ে দিয়েছি সব যায়গায়। কোন চিন্তা করবেন না।' ওপার থেকে ধানমন্ডি থানার ও,সি আজম সাহেবের গলা ভেসে আসলো।

'হোয়াট ডু ইউ মিন, চিন্তা করবো না? চার দিন হয়ে গেল। আমাদের সময় পুলিশ বিভাগ এমন ঢিলা ছিল না। বাংলাদেশ হয়ে ডিসিপ্লিনের বারোটা বেজে গেছে। কালকের মধ্যে যদি কোন খবর না দিতে পার, আমি ডি, আই, জি আমিন 'এর কাছে যাব। হি রেসপেক্টস মি। আমার আন্ডারে জয়েন করেছিল তো। এসব ব্যাক্তিগত সমস্যা নিয়ে ওকে বিরক্ত করতে চাইনা। উপায় না থাকলে অগত্যা যেতেই হবে।'

'না স্যার, না স্যার, কালকের মধ্যে একটা না একটা সংবাদ অবশ্যই পাবেন। এখন রাখি স্যার। আস-সালামালাইকুম।' বলে আজম সাহেব কেটে পড়লেন।

ক্রিং ক্রিং করে আবার টেলিফোন বেজে উঠলো, এবার ধরলেন জাহানারা বেগম।

'হালো, কে?'

'আমি টাইগার স্যাম বলছি।'

'কি সব টাইগার ফাইগার কয়। ধর ত দেখি' বলে স্বামীর দিকে টেলিফোন এগিয়ে দেন জাহানারা বেগম।

'হু ইজ দিস?' গর্জে উঠেন বায়েজিদ সাহেব।

'আমি টাইগার স্যাম।'

'ফাজলামি করার যায়গা পাওনা। জান আমি কে? আই এম ও,সি খান।'

ওপারের গলা বায়েজিদ সাহেবের কথাকে পাত্তা দেয়া না।

'মনযোগ দিয়ে শুনুন। শুভ্রকে আমরা কিডন্যাপ করেছি।'

এ কথা শুনার সাথে সাথে বায়েজিদ সাহেব ফুটা বেলুনের মত চুপসে গিয়ে সোফায় বসে পড়েন।

'আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে পাঁচ লাখ টাকা না দিলে ওকে চিরদিনের মতো লা পাত্তা করে দেয়া হবে।'

বায়েজিদ সাহেবের বিশ্বাস হয়না যে, শুভ্রকে কেউ কিডন্যাপ করতে পারে।

'প্রমান কি, শুভ্র তোমাদের কাছে আছে?'

'তবে শুনুন'

'ও আল্লারে, আঁরে মারি ফালাইয়ে রে।' টেলিফোনের ও প্রান্ত থেকে একটা বালক কন্ঠের চিৎকারের সাথে সাথে লাইন কেটে গেল।

'একটিং টা কেমন হইলো ভাইগনা?' স্যামের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলে আক্কাস আলী।

'কামডা ভালা করলানা, মামু।' বেজার গলায় বললো স্যাম।'ব্যাচারারা ছেলে হারাইয়া এমনিতেই অস্থির। এর মধ্যে তুমি আরেকটা গ্যাঞ্জাম বাধাইয়া দিলা।'

'সোজা আঙুলে ঘি উঠেনা মামু। বড় লোক হইতে চাইলে প্যাচ একটু বাধানই লাগে।'

'এখন ওরা যদি টেকা দিতে চায়, পোলাডারে পাইবা কই?'

'পামু ভাইগনা, পামু। বুদ্ধি থাকলেই পাওন যায়।'

- ৪ -

গত কালকের মত আজ ও ঘরোয়া বৈঠক বসেছে। সময় সকাল দশটা।

'দুলাভাই, আপনি কেন পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে গেলেন? কিডন্যাপাররা তো এমনিতেই যোগাযোগ করতো।' গলাটা পিয়ালের।

'পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে ক্ষতিটা কি হলো? হোয়াট ইজ রং? ওতো কিডন্যাপ না হয়ে হারিয়েও যেতে পারতো।' ও,সি খান বুঝতে পারেন না, মেয়ে মানুষরা এত অবুঝ হয় কেন?

'কি আর হবে? জানাজানি হলো। কত আবোল তাবোল ফোন আসছে। যেই দেখে, দুনিয়ার কথা জিঞ্জেস করে। মানুষেরও খেয়ে দেয়ে কাজও নেই। কত মানা করলাম, বললাম পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিও না। পুলিশের কাজ পুলিশ করুক। কথা না শুনে উল্টা বলে, মেয়ে মানুষের মাথায় নাকি বুদ্ধি শুদ্ধি নেই। এখন সামলাও ঠেলা।' জাহানারা বেগম যোগ দেন।

'আমি কি পুলিশ না? বিশ বছর চাকরী করে এলাম। এখন বক বক করে সময় নষ্ট না করে ঠান্ডা মাথায় ধীরে সুস্থে আগাতে হবে। ও,সি আজমের সাথে রাতে আমার কথা হয়েছে। সে বলেছে, টাইগার না ফাইগারের রাতের ফোন টা কোথা থেকে এসেছে, তারা পাত্তা লাগাবে। বেটা টাইগার, ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখনি। টাইগারকে বেড়াল ছানা বানিয়ে ছাড়বো।'

'দুলাভাই, ঝামেলায় যাইয়ারে কোন লাভ আছে নি? টেঁয়া যদুগা লাগোক, অঁ-নে আঁর পোয়ারে আনি দেন।' গলাটা শুভ্রের মা নার্গিস বেগমের। তিনি আজ ভোরে সাতকানিয়া থেকে এসে পৌছেছেন।

'কিন্তু কি করবো এখন? বেটা শয়তান তো কোন নাম্বার দেয়নি যোগাযোগ করবার।' জাহানারা বেগমের গলায় হতাশা।

'ষ্টপ! ও,সি খান মরে গেলেও অপরাধীদের কাছে মাথা নত করবে না। একটু ধের্য্য ধর নার্গিস। ব্যাটাকে এমন নাকানি চুবানি খাওয়াবো যে, আমার নাম ব্যাটার সারাজীবন মনে থাকবে।'

ক্রিং ক্রিং করে টেলিফোন বেজে উঠলো। বায়েজিদ সাহেব তাড়াতাড়ি গিয়ে ফোন ধরলেন।

'বারো ঘন্টা চলে গেছে। আর ছত্রিশ ঘন্টা বাকী।' ওপার থেকে টাইগার স্যামের গলা ভেসে আসে।

'ঠিক আছে, আমরা টাকা দিব। তোমার টেলিফোন নাম্বারটা দাও। আমরা টাকা যোগাড় করে ফোন করবো।'

'টেলিফোন নাম্বার দিয়ে কি হবে? কোন চালাকী করলে এখনই ছেমড়ার ....'

'না না, চালাকী কেন করবো। টাকাটা যোগাড় হলেই ফোন করে দেব। তাই ...'

'আঁরে দেন দুলাভাই, আঁরে দেন' বলে নার্গিস বায়েজিদ সাহেবের হাত থেকে টেলিফোন কেড়ে নেন।

'আঁরা কোন চালাকী ন কইজ্জুম। তঁরা আঁর পোয়ারে কষ্ট ন দিও। আঁই টাকা লই আইস্যি। তুঁই আঁর পোয়ারে লই চলি আইঅ।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। আপনি বুড়া ব্যাটারে ফোন দেন।' ওপারের গলা আদেশ করে। নার্গিস বায়েজিদ সাহেবের দিকে ফোন এগিয়ে দেন।

'যা কই, মন দিয়া শুনেন। এদিক ওদিক হলে ছেলেকে চিরতরে হারাবেন।'

'ঠিক আছে, বলুন।'

'কাল ভোর পাঁচটায় শ্যামলী সিনেমার দক্ষিন পাশে টাকা নিয়ে আসবেন। একজন আসবেন, রিক্সায় বা গাড়ী চড়ে এলে ওটা দুরে রেখে, চটের ব্যাগে টাকা নিয়ে হেটে আসবেন। মাথায় জিন্না ক্যাপ পরে আসবেন। গাড়ী টাড়ি কাছে আনা চলবে না। সারা রাত আমার লোকেরা রাস্তায় পাহারা দিবে। যদি শ্যামলী সিনেমার আশে পাশে পুলিশের টিকিটি দেখা যায়, তবে ... বুঝতেই পারছেন। এখন আসি।' বলে ওপারের লাইন কেটে যায়।

বায়েজিদ সাহেব বিনা বাক্য ব্যায়ে কথা গুলো শুনে যান।

'বাবা, শেষ মেশ তুমিও ওদের টার্গেট হয়ে গেলে। মাস্তানটা কি বললো?' বায়েজিদ সাহেব ফোন রাখার সাথে সাথে বলে উঠে সুমন। ও একটু আগে এসে সবার মত মনযোগ দিয়ে টেলিফোনের কথা শুনছিল।

'কালকে ভোরে শুভ্রকে ফেরৎ দিবে। কাউকে একা যেতে হবে চটের ব্যাগে টাকা নিয়ে, মাথায় জিন্না ক্যাপ পরে পায়ে হেটে।'

ক্রিং ক্রিং করে আবার টেলিফোন বেজে উঠলো। বায়েজিদ সাহেব তাড়াতাড়ি গিয়ে ফোন ধরলেন।

'হ্যালো।'

'স্যার, ও,সি আজম বলছি, ধানমন্ডি থানা থেকে। ফোন নাম্বার টা ট্রেক করতে পেরেছি। সেট টা বোধ হয় বাইরের। কোন কন্ট্রাক্ট ডকুমেন্ট খুঁজে পাওয়া যায়নি। জি পি এস দিয়ে শয়তানটাকে লোকেট করার চেষ্টা হচ্ছে।'

'ভেরী গুড। এদিকে শুভ্রের মা মরিয়া হয়ে উঠেছে। শয়তানটা একটু আগে ফোন করেছিল। ওকে বলেছে, টাকা দিবে।'

'নাম্বার টা পাবার পর ওটা আমাদের সিষ্টেমে লিংক করে নিয়েছিলাম। আপনারা যা বলেছেন, সব শুনেছি এবং রেকর্ড করা হয়েছে স্যার। ফোন টা করেছে মীরপুর থেকে। এখন ওকে লোকেট করতে পারলেই খেল খতম।'

'খুব খুশী হলাম আজম। তোমরা সত্যিই ভাগ্যবান। নতুন নতুন যন্ত্র পাতি পাচ্ছ। আমাদের দৌড় ছিল ওয়াকি টকি পর্য্যন্ত।'

'স্যার, এখন রাখি। কোন চিন্তা করবেন না। আস-সালামালাইকুম।' বলে ও,সি আজম ফোন রেখে দেন।

'বাবা, কাল টাকা নিয়ে আমি যাব।' বলে উঠে সুমন।

'না না, তুই কেন যাবি। তুই কেন এসব ঝামেলায় জড়াতে যাবি? এসব পুলিশের ব্যাপার, তুই কি বুঝবি?'

'এখানে পুলিশের ব্যাপার কি হলো বাবা? টাকা দিব, ওরা শুভ্রকে দিবে। এতে বুঝাবুঝির কি আছে? না, আমিই যাব।' সুমনের গলায় দৃঢ়তা।

'ঠিক আছে, সুমনই যাক।' রায় দেন জাহানারা বেগম।

'সুমন যন-অই ভালা।' বলেন নার্গিস।

- ৫ -

স্যাম বিনা কাজেই গুলিস্তান এসেছিল। বাসায় শুয়ে থাকতে থাকতে অস্থির লাগছিল। আজ বৃষ্টি ছিলনা বলে বিকাল বেলা বেরিয়ে পড়েছে। আসার পর ভাবলো, আসাই যখন হয়েছে, কয়েকটা দোকানে দেখা করা যাক। শেষে তাই করেছে। ভাগ্য ভাল, দুটো অর্ডার মিলে গেছে। ও ঠিক করেছে, পরশু ব্যাংকক যাবে।

সে আপন ভাবতে থাকে, হাটতে হাটতে। না, আক্কাস আলীর সংস্রব থেকে যত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসতে পারে, ততই মঙ্গল। লোকটা যে এত ধুরন্ধর, আগে জানলে কাছেই ভিড়তোনা সে। বলে কি না, শুভ্রকে সে কিডন্যাপ করেছে। আরো বলে, কাল ভোরে শুভ্রকে ফেরৎ দিবে। আরে বাবা, তুমি ছেলেটাকে পাবে কোথায় যে, ফেরৎ দিবে? কি দরকার ছিল এসব ঝামেলা বাধানোর? লোকটা বলে কিনা, 'ঝামেলা কিসের, বিপদ দেখলে কেটে পড়লেই হবে। কথায় আছে না, নো রিস্ক, নো গেইন।'

বায়তুল মোকাররম এসে কি ভেবে মোবারক হোসেনের বাসার দিকে চলতে থাকে স্যাম।' অন্ততঃ এক কাপ চা তো মিলবে।' মনে মনে ভাবে সে।

স্যামের ভাগ্য ভাল। মোবারক হোসেন কে বাসাতেই পাওয়া গেল। মোবারক হোসেন নয়াপল্টনে একা থাকে, এক রুমের বাসায়।

'আরে আস আস, সেই যে ডুব দিলা আর পাত্তা নাই।' স্যাম দরজায় টোকা দিতেই দরজা খুলে সাগ্রহে অভ্যর্থনা জানায় মোবারক হোসেন।

'যাইতাছিলাম এদিক দিয়া। ভাবলাম মোবারক ভাইরে একটু দেখা দিয়া যাই।'

'ভাল করছ, খুব ভাল করছ। ঠিক সময়ই আইছ। একটা ভাল দাঁও মারলাম আজকা। ভাবতাছিলাম, একা একা কি কইরা সেলিব্রেট করি। তোমারে পাইয়া ভালই হইলো।'

মোবারক হোসেন বোতল আর কাবাব নিয়ে বসেছে। একটা গ্লাসে ঢেলে স্যামের দিকে এগিয়ে দেয়। স্যাম মহা খুশী। বহু দিন পর একটু গলা ভিজাতে পারবে।

মোবাইল টায় একটু পর পর রিং হচ্ছে। হ্যালো বললে কোন উত্তর নাই। ভীষন বিরক্ত হয় স্যাম। মোবাইল টা অফ করে টেবিলের উপর রেখে দেয়।

'তোমার পার্টির কি হইলো? তুমি ত আর যোগাযোগ করলা না।'

'এই সব পিপড়ার ডিম তাও দিয়া আর পোশাইবো না মোবারক ভাই। দুইটা বড় অর্ডার পাইছি, কয়েকদিনের মধ্যে ব্যংকক যাওন লাগবো। আইসা আপনের সাথে পার্টনারশীপে নাইমা পড়ুম।'

'পিপড়ার ডিমে তাও, হো হো হো' পাগলের মত হাসতে থাকে মোবারক হোসেন।

স্যামের মন বসছে না। আক্কাস আলী বলেছে, ন'টার মধ্যে বাসায় ফিরতে। কি নাকি পরামর্শ আছে কাল সকালের যোগাড়যন্ত্র নিয়ে। কি যে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়লো সে। শেষে পুলিশের মেহমান না হতে হয় আবার। এখন ফেরা দরকার। স্যাম ঘড়ি দেখল, রাত সাড়ে ন'টা। পকেটে টাকা নাই। বাস ধরে ফিরলেও অনেক রাত হয়ে যাবে।

'মোবারক ভাই, কিছু টাকা দরকার। কালই ফেরৎ দিয়া দিমু।'

'কাল কেন, যখন ইচ্ছা দিও। তুমি হইলা আমার বিজনেস পার্টনার। পিপড়ার ডিমে তাও, হো হো হো। কত টাকা?'

'পঞ্চাশ হলেই চলবে।' ভয়ে ভয়ে কম করে বলে স্যাম।

'পঞ্চাশ ক্যান, একশই নাও।' বলে একটা একশ টাকার নোট বাড়িয়ে ধরে মোবারক হোসেন।

স্যাম চিলের মত টাকাটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে দ্রুত।

স্যাম বেরিয়ে যাবার কিছুক্ষন পর মোবাইল টা চোখে পড়ে মোবারক হোসেনের।

'স্যাম হালায় মোবাইল ফালাইয়া গেছে। হো হো হো।' ফোন টা হাতে নেয় সে।'হালার মোবাইল দেখি অফ। হো হো হো।'

মোবাইল টা অন করে দেয় সে। নিজের গ্লাশ পূর্ণ করে আবার।

'হালায় কয়, পিপড়ার ডিমে তাও, হো হো হো। জব্বর একখান কথা। হুমায়ন আহমদ পাইলে হিমুর ডায়ালগে লাগাইয়া দিত। হো হো হো।'

টিং টিং টিং বাজছে স্যামের মোবাইল।

'কোন হালায় ফোন করে?', মোবাইলে মুখ লাগিয়ে বলে মোবারক।'স্যাম ইজ মোবাইল, হিজ ফোন ইজ ইম্মোবাইল।'

ওপার থেকে কোন উত্তর আসে না।

'ধুর শালা,' বলে সে ফোন রাখে।

'শালা স্যাম আমার বিজনেস পার্টনার হইতে চায়। ব্যাটা পিপড়া, পঞ্চাশ টাকা ধার চায় আর পঞ্চাশ লাখের স্বপ্ন দেখে। দুঃস্বপ্ন আর কাকে বলে। বিজনেসে লস খাইয়া কি স্যাম কি হইয়া গেল? পথে পথে ধার চাইয়া মরে। আহারে স্যাম।' ফোস ফোস করে কাঁদতে থাকে মোবারক হোসেন।

টিং টিং টিং। আবার বাজছে স্যামের মোবাইল।

'কোন হালায় ফোন করে আবার? কইলাম না, স্যাম ইজ মোবাইল, হিজ ফোন ইজ ইম্মোবাইল।'

টক টক টক, দরজায় শব্দ হচ্ছে।

'কোন হালায় আইলো রাত বারটায়? স্যাম বোধ হয় মোবাইল নিতে আইছে।' ভাবতে ভাবতে দরজা খুলে মোবারক হোসেন। দু জন পুলিশ ওকে আঁকড়ে ধরে আচমকা। বাকী দু জন ঘরে ঢুকে টেবিলের উপর থেকে মোবাইলটা তুলে নেয়।

ওদের এক জন নিজের মোবাইলে ডায়াল করতে থাকে। স্যামের মোবাইল বেজে উঠে, টিং টিং টিং।

ওদের দলপতি রিং করে কাউকে।

'স্যার পেয়েছি, একবারে বমাল পেয়েছি।'

মোবারক হোসেনের নেশা কেটে গেছে।

'ওইটা আমার ফোন না।' বলে উঠে সে।

'হিসাব কিতাব থানায় হইবো, চল।' বলে পুলিশদের এক জন।

- ৬ -

ধানমন্ডি থানা। মোবারক হোসেনের মেঝেতে বসে, অবস্থা বেশ কাহিল। পারলে শুয়ে যায়। মুখ চোখ ফুলে গেছে এরই মধ্যে। ও,সি সামসুল আজম চেয়ারে বসে জেরা করছেন।

'কি খবর? নেশা কেটেছে? খুব নাকি পানাহার চলছিল। পাঁচ লাখ টাকার আগাম সেলিব্রেশান নাকি?'

মোবারক হোসেন কোন উত্তর দেয়না।

'ছেলেটা কোথায়?'

'কোন ছেলে স্যার?'

'মনে হয় ভাজা মাছটাও উল্টিয়ে খেতে যান না। এই মোবাইলে কাল আর আজ তুমি বায়েজিদ খান, মানে ও,সি খান সাহেবের সাথে কথা বল নি?'

'সত্যি বলতাছি স্যার, মোবাইলটা আমার না। আমি স্যার মানি একচেঞ্জের ব্যাবসা করি। এক ক্লায়েন্ট আসছিল সন্ধ্যার পর। সে ফালাইয়া গেছে। আর এইটা হইলো আমার।' পকেট থেকে নিজের মোবাইল টা বের করে মোবারক হোসেন।

ও,সি আজম সাহেব ফোন টা সেকেন্ড অফিসার হাসিম সাহেবের হাতে দিয়ে বললেন, 'দেখেন ত কিছ মিলে কি না।' তারপর আবার মোবারক হোসেন কে নিয়ে পড়েন।

'আমারে রূপ কথা শুনাবা না। ঝেড়ে কাশ। নইলে ডলা খাবা। ডলা চিন? না চিনলে চিনায়া দিমু। বাঁশ ডলা অবসলিট হইয়া গেছে। এখন খাজুর ডলার যুগ।'

’স্যার, সত্যি কথা বলতাছি, আমার মামা তেজগাঁ কলেজের প্রফেসর জয়নাল আবেদিন, মোহম্মদপুর থাকেন, ওনারে ফোন করেন। আজকে সারাদিন সোনালী ব্যাঙ্কে ছিলাম। বিশ্বাস না হয়, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার জামিল সাহেবরে ফোন করেন।’

’কোন আইডি আছে সাথে?’

’না স্যার, কিছু নিবার সুযোগইতো পাইলাম না।’

সেকেন্ড অফিসার হাসিম সাহেব এসে ও,সি সাহেবের কানে কানে কিছু বললেন।

ও,সি আজম সাহেব দো টানায় পড়ে যান। আগের মোবাইলটা যে টাইগার স্যামের, তাতে কোন সন্দেহ নাই। আর অন্য মোবাইলটা হচ্ছে মোবারক হোসেনের। দু মোবাইলে অন্য জনের নাম্বার পাওয়া গেছে। রিং করে পরীক্ষা করা হয়েছে। এখন সমস্যা বেধেছে লোক নিয়ে। দুটো মোবাইলই লোকটার হতে পারে। একটাতে কথা বলে মোবারক হোসেন হয়ে, আর অন্যটাতে টাইগার স্যাম।

’ মোবাইলটা কার?’

’স্যামের স্যার। মীরপুর থাকে।’

’কার বললা?’ নড়ে চড়ে বসেন ও,সি সাহেব।

’স্যাম স্যার, স্যাম।’

’কই থাকে?’

’মীরপুর’

’স্যামের বাসা চিন?’

’না স্যার। আগের বাসাটা চিনতাম। মাস খানেক আগে নতুন বাসায় গেছে। ওইটা চিনি না।’

’স্যামের সাথে কত দিনের পরিচয়?’

’বছর চারেক।’

’স্যাম কেমন লোক?’

’ভাল বলেই জানি, স্যার।’

’ছেলেটা কোথায়?’

’কোন ছেলে? আমি কিছুই বুঝতাছি না স্যার।’

হাবিলদারকে ডেকে মোবারক হোসেনকে হাজতে আটকাতে হুকুম দিয়ে সেকেন্ড অফিসার হাসিম সাহেবকে নিয়ে রুদ্ধ দ্বার বৈঠকে বসেন ও,সি আজম সাহেব।

’লোকটা যে মোবারক হোসেন, এতে কোন ভুল নাই স্যার।’ নিজের মতামত প্রকাশ করেন হাসিম সাহেব।’বাসা সার্চ করে আইডি পাওয়া গেছে।’

’ব্যাটা টু-ইন-ওয়ান। বাইরে মানি একচেঞ্জের ব্যাবসার মুখোশ। ভেতরে টাইগার স্যাম।’ ও,সি সাহেবের মন্তব্য।

'ঠিক বলেছেন স্যার। যাকেই ফোন করিনা কেন, সবাই বলবে, মোবারক হোসেন ভাল লোক। কিন্তু ব্যাটা তলে তলে যে টাইগার স্যাম, তার খবর কে রাখে?'

'পালের গোদা টাকে আটকানো হলো। এখন ছানা পোনাদের আটকানোর ব্যাবস্থা করুন।'

'ওস্তাদের ধরা পড়ার সংবাদে সাগরেদরা কাছে ভেড়ার সম্ভাবনা কম। তবুও আমরা ঢিলা দিচ্ছিনা স্যার। শ্যামলীতে পুরো টিমই থাকবে।'

'এখন মোবারক হোসেন কে বমি করানোর দায়িত্ব আমার। দেখি টাইগার সাহেব কতক্ষন মুখ বন্ধ করে রাখতে পারে। শুভ্রের খোঁজ টা তারাতাড়ি জেনে নিতে হবে। হারামজাদাকে খাজুর ডলা না দিলে মুখ খুলবে বলে মনে হচ্ছে না।'

- ৭ -

স্যাম মীরপুর পৌছাল রাত দশটার পরে। আক্কাস আলী চলে এসেছে এরি মধ্যে। খাবার নিয়ে এসেছে হোটেল থেকে। খেতেই খেতে কথা চললো।

'মামু, বাদ দাও, আমার ডর করতাছে। কি দরকার এইসব ঝামেলার মধ্যে যাইয়া।' স্যাম শুরু করে।

'এইটা কি কও মাইয়া মানুষের মত। টাকা করতে হইলে ঝুকি একটু নিতেই হয়। ঝুকি ছাড়া কি কোন ব্যাবসা আছে?'

'তা বইলা এত বড় ঝুকি?'

'কোথায় বড় ঝুকি দেখলা? আমরা ত আর আসল কিডন্যাপার না। বিপদ দেখলে কাইটা পড়বা। আমি রিক্সা ঠিক কইরা রাখছি। রাইত চাইটার আগে আইসা আমাগোরে লইয়া যাইবো।'

স্যাম ঘুমাতে যায়, কিন্তু ঘুম আসে না। বিছানায় শুয়ে এ'পাশ ও'পাশ করতে থাকে। ওদিকে আক্কাস আলী দিব্যি নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে। পরশু ব্যাংকক যাবে, কাল টিকেট কিনতে হবে। কালামেরও যাওয়ার কথা। একটা ফোন করে দেখা যাক, ও যাবে কি না? রাত তেমন বেশী হয় নাই। তখনি স্যামের মনে পড়ে গেল, সে মোবাইলটা মোবারক ভাইয়ের ওখানে ফেলে এসেছে।

রাত প্রায় চারটা। রিক্সাওয়ালাকে দ্বিগুন ভাড়া দিয়ে আক্কাস আলী আর স্যাম আসাদ গেটে এসে নামে। রাস্তার মোড়ে পুলিশ পাহারা দিচ্ছে।

'ভাইগনা, তুমি এখানে থাক। আমি যামু আর আমু।' বলে রিক্সাটা নিয়ে চলে যায় আক্কাস আলী।

আসাদ গেটের মোড়ে পুলিশ পাহারা দিচ্ছে। স্যাম একটু দুরে গিয়ে ফুটপাতের উপর বসে পড়ে। ওর ভীষন ভয় করতে থাকে। একটা পুলিশ এসে যদি জিজ্ঞেস করে, এত রাতে সে এখানে কি করছে, তা হলে সে কি উত্তর দেবে?

প্রায় আধা ঘন্টার মধ্যে ফিরে আসে আক্কাস আলী। সাথে একটা ছেলে, গায়ে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের জার্সি, পায়ে সাদা কেডস, মাথায় বেস-বল হেট। অবিকল ও,সি খান যেমন বর্ননা করেছেন স্যামের কাছে, তেমন। স্যামের চমক লেগে যায় দেখে।

' শুভ্ররে কই পাইলা মামু?'

'পাইলাম, আল্লায় মিলাইয়া দিল।' আক্কাস আলী মিটি মিটি হাসে।

'মামু, তুমি জবর এক খান খেল দেখাইলা।'

'ভাইগনা, খেল কি দেখছ? এ ত সবে শুরু।

'চল মামা, পোলাডারে ফিরৎ দিয়া আসি। দশ হাজার টাকা ত পাওন যাইবো। তুমিই পুরাডা নিও মামু। খাটনিডা ত তোমার। তুমিইত পাইছ পোলাডারে। আমার কিচ্ছু চাইনা।'

'আক্কাস আলী বাঘ পাইলে বিড়াল ধরে না। চল, শ্যামলীর দিকে হাটি।' বলে আক্কাস আলী দৃঢ়তার সাথে।

দলটি শ্যামলীর দিকে হাটতে শুরু করে। স্যাম অনিচ্ছাসত্বেও সাথে থাকে। একটা জীপ চলে যায় হুশ করে। ভয়ে স্যামের অন্তরাত্মা খাঁচা ছাড়া। দলটা আসাদ গেট আর শ্যামলী সিনেমার প্রায় মাঝামাঝি চলে এসেছে। পেছনে, প্রায় এক'শ হাত দুরে, একটা গাড়ী ধীরে ধীরে এসে থেমে যায়। দলটা পেছনে এক ঝলক দেখে আবার হাটতে শুরু করে।

গাড়ী থেকে এক জন লোক নামে। লোকটার মাথায় জিন্না ক্যাপ, হাতে চটের ব্যাগ। লোকটা দ্রুত হেটে আক্কাস আলীদের দলের কাছাকাছি এসে যায়।

ওই তো শুভ্র যাচ্ছে। গায়ে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের জার্সি, মাথায় বেস-বল হেট। ওটা শুভ্রের প্রিয় পোষাক। ঢাকা আসার পর সুমন ওটা কিনে দিয়েছে শুভ্রকে।

'শুভ্র শুভ্র' চিৎকার করে ডাকে সুমন।

আক্কাস আলীদের দল টা ফিরে দাড়ায় এক যোগে।

'স্যাম, তুমি পোলাডার লগে থাক। আমি দেইখা আসি।' বলে এগিয়ে আসে আক্কাস আলী।

সুমন এগিয়ে আসে আরো। শুভ্রকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ল্যাম্পপোষ্টের হলুদ আলোয়।
'হ্যাঁ, পুরা পাঁচ লাখই আছে এই ব্যাগে।' আক্কাস আলী কাছে এলে ব্যাগটা এগিয়ে ধরে সুমন।

আক্কাস আলী ব্যাগ হাতে নেয়। ব্যাগ থেকে টাকার প্যাকেট টা তুলে ধরে বিদ্যুতের ম্লান আলোয়। পাঁচ'শ টাকার নোট চক চক করে উঠে। গুনে সে। পাঁচ'শ টাকার নোটের দশটা বান্ডিল। প্যাকেট টা ব্যাগে রেখে এক ঝলকে পাশের গলিতে অদৃশ্য হয়ে যায় আক্কাস আলী।

স্যাম বিমুড় হয়ে যায়, ভাবতে পারে না কি করবে।

সুমন ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে শুভ্রকে পেছন থেকে। পেছনের ফেলে আসা গাড়ীটা চলে আসে দ্রুত।

'শুভ্র, ভাইয়া, কেমন আছিস? কোথায় ছিলি তুই? ওরা তোকে কোন কষ্ট দেয়নিতো?'

ছেলেটা কোন কথা বলে না। শুভ্রের মুখটা ঘুরিয়ে নিজের দিকে ফিরায় সুমন। মুখে আলো পড়তেই সে দেখে, ছেলেটাতো শুভ্র নয়।

সাথে সাথে ছেলেটার চুলের মুঠি ধরে সুমন চিৎকার করে উঠে, 'কে তুই?'

গাড়ী থামতেই সবাই নেমে আসে দ্রুত। নার্গিশ জড়িয়ে ধরতে যায় ছেলেটাকে।

সুমন চিৎকার করে উঠে, 'মেজো খালা, ছেলেটা শুভ্র নয়।'

থমকে দাড়ায় সবাই।

গোলমাল সেকেন্ড অফিসার হাসিম সাহেবের কানে গিয়ে পৌছে। উনি শ্যামলী সিনেমার ফুটপাতে ভিক্ষুক সেজে বসেছিলেন। দু জন কনষ্টেবল নিজেদের ড্রেসের উপর চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়েছিল অন্য কোনায়। ওদের কে ডেকে দ্রুত সুমনদের গাড়ীর কাছে ছুটে আসেন হাসিম সাহেব।

'এরেষ্ট হিম, এরেষ্ট হিম।', স্যামকে দেখিয়ে চিৎকার করে উঠেন ও,সি খান।

স্যাম সম্বিত ফিরে পেয়ে দৌড় দেয় গলির দিকে। দুটো কনষ্টেবল এসে ওকে ধরে ফেলে।

ছেলেটা মাথা নীচু করে দাড়িয়ে আছে। হাসিম সাহেবের ভ্যাবাচেকা লেগে যায়। কি করবেন বুঝতে পারেন না তিনি।

'স্যার, ছেলেটা কি শুভ্র না?'

'নো নো, আই সে, এরেষ্ট হিম।', ছেলেটকে দেখিয়ে আরো জোরে চিৎকার করে উঠেন ও,সি খান।

- ৮ -

ধানমন্ডি থানা। সকাল ছ'টা। ও,সি আজম সাহেব ছেলেটাকে জেরা করছেন।

'এই ছেমরা, কে তুই?'

'আমি ঠান্ডু।'

'থাকস কই?'

'কাওরান বাজার।'

'তোরে কেডা লইয়া আইছিল?'

'চিনি না। একটা ব্যাডা আইয়া কইল, ছিনামা করবি, পাচ'শ টাকা দিমু? আমি কইলাম জি, করুম। বেডায় পেন্ট, শার্ট, টুপি দিল। পইরা আইয়া পড়লাম। আসাদ গেট আইয়া বেডা কয়, শামলীতে ছিনামা হইবো। আমি কইলাম, কেমরা কই? বেডা কয়, আইয়া পড়বো, ল হাডি শ্যামলীর দিকে। হের পর হাডতে থাকলাম। একটু পর এক ব্যাডা আইয়া আমারে জড়াইয়া ধইরা শুব-র শুব-র বইলা চিল্লান দিতে লাগলো ছিনামার লাহান। আমি ভাবলাম, সুটিং হইতাছে। চিল্লানি হুইনা পুলিশ আইয়া ধরলো।'

'এই লোকটা কি সেই লোক?' স্যামকে দেখিয়ে প্রশ্ন করেন ও,সি আজম।

'না স্যার, যেই বেডা পলাইছে, হেই আমারে লইয়া আইছিল।'

ও,সি আজম সাহেবের মাথার চুল ছিড়তে ইচ্ছা করছে। একটার উপর একটা ঝামেলা এসে জুটছে। উনি বুঝতে পারছেন না, ছেলেটা কিডন্যাপ গ্যাং'এর মেম্বার কি না। এ্যাকটিং করছে, না সত্য বলছে। শুভ্রকেও পাওয়া গেল না, মাঝখান থেকে পাঁচ লাখ টাকা গচ্চা গেল।

ও,সি আজম সাহেবের মেজাজ আরো খারাপ মোবারক হোসেনের কারনে। স্যামের মোবাইলে রেকর্ড করা নাম্বার গুলোতে ফোন করে দেখা গেছে, মোবারক হোসেনের দেয়া সব তথ্যই সত্য। খামাখা লোকটাকে হেনস্তা করা হয়েছে। লোকটার যদি মিনিষ্টার টিনিষ্টারের সাথে যোগাযোগ থাকে, তবে খবর আছে। সোজা টেংরাটিলা পাঠিয়ে দেবে।

স্যাম এক কোনায় মেঝেতে বসে আছে জেরার অপেক্ষায়। একজন কনষ্টেবল মোবারক হোসেন কে হাজত থেকে নিয়ে এলো ছেড়ে দেবার জন্য। স্যামের উপর চোখ পড়তেই সে হড় হড় করে বলে উঠলো, 'স্যার, এইযে স্যাম, ওই কাল রাতে ওর মোবাইল ফালাইয়া গেছিল আমার টেবিলে।'

- ৯ -

ও,সি খানের দলটা ফিরে আসছে বিফল মনোরথ হয়ে। নার্গিস বেগম কাঁদছেন অঝোর ধারায়। প্রকৃতি এমন নিষ্ঠুর পরিহাস করলো তার সাথে।

'আই উইল সি দিস বাষ্টার্ড। হয়ার উইল হি হাইড? আমি বাসায় গিয়েই ডি আই জি আমিন কে ফোন করবো। ও,সি আজম ইজ গুড ফর নাথিং। এসব লোক ঢাকায় পোষ্টিং পাবার যোগ্য না। সব পলিটিক্যাল এপয়েন্টমেন্ট। এসব আনকোয়ালিফাইড অফিসারদের জন্যই ঢাকার ল এন্ড অর্ডার সিস্যুয়েশান ডে বাই ডে গোয়িং টু হেল।'

বাসার কাছে চলে এসেছে ওদের গাড়ীটা।

ভোর হচ্ছে। উঁচু উঁচু ইমারতের ফাঁক ফোকড় দিয়ে এক চিলতে আলো এসে পড়েছে বাড়ীটার চার তালার সাদা দেয়ালে। কতগুলো চড়াই পাখী ভিড় করেছে দোতালার কার্নিসে।

গাড়ীটা থামলো গ্যারেজের সামনে। সবাই নামলো গাড়ী থেকে। দারোয়ান গ্যারেজের আধখোলা দরজা পুরোটা খুলেই চিৎকার করে উঠলো, 'ওইডা কেডায় শুইয়া আছে লুঙ্গি মোড় দিয়া?'

একটা হুলুস্থুল উঠলো। শব্দে ঘুমন্ত ব্যাক্তিটি উঠে বসে চোখ কচলাতে লাগলো।

'ও আঁর শুভ্ররে, তুই কডে আছিলিরে?' বলে দৌড়ে এসে ছেলেকে জড়িয়ে ধরেন নার্গিস বেগম।

'মা, আঁই বাড়ীত য-ন ধইজ্জিলাম। ইষ্টিশনে ভুল ট্রেনে উডি ছিলট চলি গেই।' বলে মাকে জড়িয়ে ধরে হাউ মাউ করে কেঁদে ফেলে শুভ্র।

সুমনের উপর ক্ষেপে উঠেন ও,সি খান।

'হোয়াট ননসেন্স! সুমন শুধু শুধু আমাকে যেতে দিল না। আমি গেলে শুভ্রকে না দেখে টাকাটা দিতাম না। ফর নাথিং পাঁচ লাখ টাকা পানিতে গেল।'

'সব যায়নি বাবা, শুধু এক হাজার টাকা গেছে। বান্ডিলের সবচে' উপরের আর নীচের কাগজ দুটোই শুধু পাঁচশ টাকার নোট, বাকী গুলো সব সাদা কাগজ। টাকা গুলো আমি আগেই সরিয়ে রেখেছি।' বলে হেসে উঠে সুমন।

Sydney 10-17 April, 2006